দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রথম অবস্থা ও ধর্ম্মপ্রভাব

শূরবংশের ইতিহাস পাঠে কতকটা জানা যায়, প্রায় ৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহেশ্বর উত্তররাঢ়ের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বীজপুরুষ ও তাঁহাদের বংশধরগণ নানাস্থানে রাজদত্ত ভূমি লাভ করিলেও প্রথমতঃ সকলেই সিংহেশ্বরে রাজাদেশে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

সিংহেশ্বর

"আদৌ সিংহেশ্বরে স্থানে কৃতং বাসং নৃপাজ্ঞয়া।
বল্লালবসতশ্চৈব স্থানে স্থানে পরে গতাঃ ॥"

কুলপঞ্জিকার উক্ত বচনানুসারে প্রথমতঃ সিংহেশ্বরে সকলের বাস ছিল। রাজা বল্লাল-সেনের সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যতদিন সিংহেশ্বরে রাজধানী ছিল, ততদিন এখানে বাস থাকিলেও বল্লালসেনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে বাধ্য হন। গৌড়াধিপ ২য় বিগ্রহপালের সময়ে কাম্বোজগণ গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। রাজা ২য় বিগ্রহপাল রাঢ়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দেল্লরাজ ধঙ্গদেব সমগ্র প্রাচ্যভারত জয় করিয়াছিলেন। চন্দেল্ল আক্রমণ ও ২য় বিগ্রহপালের ভয়ে শূর-রাজবংশ অটবী-সমাচ্ছন্ন অপরমন্দারে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিংহেশ্বর ভাঙ্গিয়া যায়। সিংহবংশ ও ঘোষবংশ তৎপূর্ব্বেই স্ব স্ব শাসনাধিকারে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম-বংশ মথুরায়, বিশ্বামিত্র সুদশন বটগ্রামে, কাশ্যপ দেবদত্ত হরিহর গ্রামে, শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ দক্ষিণখণ্ডে, কাশ্যপ দাস বংশ কুলিয়ায়, মৌদ্গল্য কর আমলাই এবং ভরদ্বাজ সিংহবংশ আলুগাঁয় আসিয়া বাস করেন।

উত্তররাঢ়ে পালাধিকার বিস্তারের সহিত এখানকার শাসনপদ্ধতি, আচারব্যবহার ও রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। বৌদ্ধপ্রভাবে অনেকে বৈদিকাচার পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ২য় বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র প্রথম মহীপাল, তৎপর তাঁহার পুত্র নয়পাল, পরে তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপালের সময় পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ প্রভাবের স্মৃতিনিদর্শন পাওয়া যায়। সমগ্র উত্তররাঢ়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার সুযোগ হয় নাই বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে সামান্য অনুসন্ধান করিবার সুবিধা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহাযান

মতানুসারী তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন বাহির হইয়াছে। বীরভূম জেলায় লোহাপুর ষ্টেশনের ২ মাইল দক্ষিণে ভদ্রপুর গ্রাম মহারাজ নন্দকুমারের লীলাস্মৃতি বিদ্যমান। এখানে অতি সুন্দর অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে।[১] ভদ্রপুরের কিছু দূরে বারা গ্রাম, এস্থান নলহাটী থানার অন্তর্গত। এখানে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শক বজ্রতারা, আর্য্যতারা, মহত্তরীতারা প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধশক্তি মূর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে। এই গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা খুব কম, অধিকাংশই মুসলমান। অনেকে মনে করেন, মুসলমান আক্রমণে যে সকল বৌদ্ধসন্তান মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এখানকার অধিবাসী মুসলমানগণ তাহাদেরই বংশধর। ভদ্রপুরের নিকটবর্ত্তী দেবগ্রামে ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধভট্টারকের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।[২] নলহাটী আজিমগঞ্জ শাখা রেলপথের সাগরদীঘী ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে গুড়ে পশলা গ্রামের নিকটে ঠাকুরাণী পাহাড়ে বজ্রবারাহী বা মারীচি মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে।[৩] ঢেকুর বা শ্যামরূপাগড়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্থক্ষেশ্বরী দেবী বৌদ্ধ আর্য্যতারা মূর্ত্তি বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে।[৪] মুরারই ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে সুপ্রাচীন পাইকোড় গ্রামে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন স্থান। এখানে চতুর্ভুজ লোকেশ্বর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে।[৫]

যে সকল মূর্ত্তির নাম উপরে লিখিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, ঐ সকল মূর্ত্তি পালাধিকার-কালে রাজকীয় দেবকীর্ত্তির অতীত নিদর্শন। বারেন্দ্র, নালন্দা বা সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া যাঁহারা মুগ্ধ হইয়া থাকেন, পূর্ব্ববর্ণিত বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক মূর্ত্তিশিল্পে জীবন্ত নিদর্শন দর্শন করিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। এখানকার ভাস্কর্য্য বা শিল্পনৈপুণ্য সারনাথ বা বারেন্দ্রশিল্প হইতে কোন অংশে হীন বা অপকৃষ্ট নহে। এই সকল স্থানে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে যেন একই দৈবভাব এবং একই আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। উত্তররাঢ়ের বৌদ্ধ প্রভাবের এই সকল স্মৃতি হইতে মনে হয়, রাজবংশের অনুবর্ত্তী হইয়া স্থানীয় অভিজাত সমাজ ঐ সকল দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই উপাসনার প্রভাবে উত্তর রাঢ় হইতে বৈদিকাচার আবার অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজসভাসদ্ কায়স্থ জাতিও রাজকীয় প্রভাবে ক্রমে ক্রমেই পূর্ব্বাচার ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারী হইয়া পড়িতে-ছিলেন। সিংহ ও ঘোষবংশ রাজকীয় বৌদ্ধ প্রভাব হইতে কিছু দূরে থাকায় অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে কতকটা স্বাধীন ভাবে বাস করায় তাঁহাদের মধ্যে প্রথমতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে

(১) বীরভূম বিবরণ, ১ম ভাগ, ভদ্রপুর বিবরণের ১ পরিশিষ্ট।
(২) বীরভূম বিবরণ, ২য় ভাগ, মুখবন্ধ ৫—৬ পৃষ্ঠা ও যথাস্থানে চিত্র দ্রষ্টব্য।
(৩) বীরভূম বিবরণ, ২য় ভাগ, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
(৪) বীরভূম বিবরণ, ১ম ভাগ ১৩৮ পৃষ্ঠা।
(৫) বীরভূম বিবরণ, ২য় ভাগ, মুখবন্ধ ৭ম পৃষ্ঠা ও যথাস্থানে চিত্র দেখ।

বারায় আর্য্যতারা

সেনভুমের মহত্তরী তারা

বারায় অবলোকিতেশ্বর

তাঁহারা বিচলিত হননাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় উত্তররাঢ় হইতে শূররাজবংশের প্রভাব লোপ হইবার কালে সিংহ ও ঘোষবংশ স্ব স্ব সামন্ত রাজ্য হইতে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। ঘোষবংশের এক শাখা ঢেক্করী বা ঢেকুর, এবং সিংহবংশের এক শাখা উচ্ছাল ও এক শাখা যাজিগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিংহবংশের মূলশাখা সিংহপুরগড়ে এবং ঘোষবংশের মূলশাখা জয়যানে থাকিয়া স্ব স্ব অধিকার রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন। সিংহপুর এক্ষণে সিংহপুরগড় বা সিঙ্গুরগড় নামে পরিচিত। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষরেখার ২৩°৫৩´ উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার ৮৮°৭´ পূর্ব্বে। ইহা কান্দি মহকমার ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং ভরতপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। সিংহপুরগড়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ময়ূরাক্ষীর শাখা এবং পূর্ব্বদিকে ১০ মাইল দূরে ভাগীরথী প্রবাহিতা। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, এই সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত অনাদিবর সিংহের অধিকারে ছিল।

সিংহপুর

সিংহপুরের ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে বর্ত্তমান কাঁটোয়া। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রতাপ অনাদিবর সিংহ উত্তরে দ্বারকানদী, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয় নদ এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী এই চতুঃসীমাবেষ্টিত প্রায় ২৮০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূভাগের সামন্তরাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। উক্ত সিংহপুরগড়ের

জয়যান (জজান)

৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে জয়মান বা জজান গ্রাম অবস্থিত। এই স্থান সোমেশ্বর শিব ও সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের জন্য উত্তররাঢ়ে সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত মন্দিরের নিকটেই সোমঘোষের গড় এবং তাঁহার বহু কীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেই পঞ্চাননের কুলকারিকা হইতে লিখিত হইয়াছে যে, নৃপতি আদিত্যশূর সোমঘোষকে জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্যন্ত ২৭০০ খানি গ্রামের সামন্তরাজ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পঞ্চদশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার আদেশ হয়। উক্ত একচক্রা গ্রাম বীরভূমের অন্তর্গত বর্ত্তমান সিউড়ী হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং জজান গ্রাম হইতে ১৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সোমঘোষের এই সামন্তরাজ্যের চতুঃসীমা ও আয়তন নির্ণীত হয় নাই। তবে জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্যন্ত ১৩ ক্রোশের অধিক ভূভাগ যে তাঁহার অধীন ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিংহ-সামন্তরাজের রাজ্য অপেক্ষা সোমঘোষের রাজ্য অধিক বিস্তীর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। ময়ূরাক্ষী এই উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। সোমঘোষের বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"কি কহিব ধর্ম্মের বল। মধ্যরাঢ়ে কৈল স্থল॥
পুণ্যভূমি জয়যান। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর স্থান॥
অরবিন্দ সোমপুত্র। রাঢ়ে বঙ্গে যাঁহার সূত্র॥
জ্যেষ্ঠপুত্র মহানন্দ। তার পরে মকরন্দ॥
মহানন্দ মধ্যদেশে। কুলছত্র পাইল শেষে॥
দুই পুত্র তাহার গনি। চল পরে চিন্তামণি॥

পাতগুায় চলিলা চল। পৌরুষার্থে করিল স্থল॥
অচল সচল পুত্র। যাহাতে বাড়িল সূত্র॥
দেবীর স্থান জয় করি। ঢেকুরের অধিকারী॥
দুই ভায়ে হৈল বিবাদ। তাহাতে বড়ই প্রমাদ॥
অচল উত্তরে গেল। নিজ বলে রাজা হৈল॥
সচল পুত্র কেদাররায়। যশঃকীর্ত্তি লোকে গায়॥
পৃথিবীতে খ্যাতি থুইল। শ্রীকরণে গুয়া দিল॥
করণ কারণে আঁটো। তিঁহ হৈলা কক্ষা খাটো॥"

(উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)

কুলগ্রন্থের উক্ত প্রমাণ অনুসারে সোমঘোষের পৌত্র মহানন্দ, তৎপুত্র চল পাতগুায় গিয়া বাস করেন। এই চলের পুত্র অচল ও সচল দুই ভ্রাতা ঢেকুর জয় করিয়া তথাকার রাজা হইয়াছিলেন। পরে গৃহবিবাদে অচল উত্তর দেশে চলিয়া যান। পরে সিংহবংশ আসিয়া সচলের বংশধরের নিকট হইতে ঢেকুর কাড়িয়া লন। এ সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"সিংহে অনাদিবর অযোধ্যানিবাসী। সূর্য্য তাহার সুত পরম তপস্বী॥
তাহার হইল সুত বিশ্বরূপ নাম। বরাহ তাহার সুত গুণে অনুপাম॥
বরাহের পুত্র দুই ভৈরব মদন। ভৈরবের পুত্র হৈল নাম এমন॥
অস্বাভাবিক সুরাপান করিল মদন। পিণ্ডদান ত্যাগ হেতু হিলোড়া গমন॥
যাজীগ্রামে রাজা হইলেন রাণা মদন। তাঁহার জন্মিল দুই পুত্র বিচক্ষণ॥
মন্মথ মুকুল নামে রাণা খ্যাতিমান্। ঢেকুর করিল জয় মুকুল ধীমান্॥
প্রতাপ নামেতে পুত্র বড়ই প্রবল। তার পুত্র মহারাণা সিংহবংশোজ্জ্বল॥"

উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয়, রাণা মদনের পুত্র মুকুলই ঘোষবংশের নিকট হইতে ঢেকুর কাড়িয়া লয়েন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে ঢেক্করীয় "প্রতাপসিংহ" নামে রামপালের এক সামন্তরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতাপসিংহ এবং রাণা মুকুলের পুত্র প্রতাপকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি।

ঢেক্করী বা ঢেকুর এক সময়ে যে ঘোষবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, প্রাচীন তাম্রশাসন হইতেও তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বরঘোষের মালদোয়ার-তাম্রশাসনে এইরূপ বংশ-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—

'রাঢ়াধিপ হইতে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া নৃপবংশের কেতু হইয়াছিলেন। সেই ধূর্ত্তঘোষের সুশাণিত অসিধারায় শত্রুকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে রণনীতিকুশলতায় দক্ষ, বিস্ফূর্জ্জিত তরবারি-

ধর্ম্মপ্রভাব।]

রূপ বজ্রাঘাতে বৈরিবর্গনিধনকারী শ্রীবালঘোষ ঘোষকুলকমলে জন্মগ্রহণ করিয়া মার্ত্তণ্ড-স্বরূপ প্রথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধবলঘোষ নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার শাসনদণ্ড প্রচণ্ড ছিল বলিয়া জগতে তাঁহার মহাপ্রতাপ গীত হইয়াছিল। ইহলোকে যোদ্ধবর্গরূপ-রণ-তিমির-বিনাশে সূর্য্যতুল্য এবং বৈরিকুলাচলের পক্ষে বজ্রতুল্য যাঁহার কার্য্য ঘোষিত হইত, তাঁহার ভবানীর অভিন্না-মূর্ত্তি, সীতার ন্যায় পতিব্রতা এবং বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় সদ্ভাবানাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরঘোষ সপ্তাংশুর আলয় অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় জয়শীল ছিলেন। ঈশ্বরের দুর্দ্ধর্ষ সাহস, অধিক কি, কান্তিপ্রভায় ইন্দ্রদ্যুতিও তাঁহার নিকট পরাজিত ছিল। যাঁহার শৌর্য্যপ্রভাবে অতি পরাক্রান্ত রিপুগণ পরাজিত হইয়াছিল—যাঁহার পূর্ণ প্রভাবের কথা শুনিয়া মুখমণ্ডল বাষ্পজলধারায় মলিন করিয়া শক্রুরমণীগণেরও ভয়োৎপাদন করিত'।[৬]

কুলগ্রন্থ ও উদ্ধৃত তাম্রশাসন উভয় একত্র পাঠ করিলে মনে হইবে, যে সোমঘোষের বংশ ঢেকুর জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর উত্তরদেশে গিয়া ঢেকুরের নামানুসারে নূতন ঢেক্করী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা পূর্ব্ব আসামের অধিবাসিগণের নিকট ঢেক্করী, ঢেকেরি বা 'ঢেক্‌রি' নামে পরিচিত। রাঢ়ের ঢেক্করী বা ঢেকুর নাম বিলুপ্ত হইলেও আসাম প্রদেশে 'ঢেক্‌রি' নাম এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সোমঘোষ ও তাঁহার বংশধরগণ যেরূপ সামন্তরাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, আসামের ঢেক্করী হইতে তাম্রশাসন দাতা ঈশ্বরঘোষ সেইরূপ 'মহামাণ্ডলিক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৭]

ঘোষবংশ ও সিংহবংশ যেরূপ রাঢ়ে স্ব স্ব প্রতিপত্তি ও আভিজাত্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, অপর সাত ঘরের সেরূপ সুবিধা বা সুযোগ হয় নাই। রাজকীয় প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধমার্গ অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিত্ত-বিভবসম্পন্ন ঘোষ ও সিংহবংশ অনেকটা স্ব স্ব রক্ষণশীলতা ও বিশেষত্ব রক্ষায় তৎপর হইলেও ঘোষ ও সিংহবংশীয় অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত বৌদ্ধতান্ত্রিকমার্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সঙ্ঘারাম ও বিহারের অধ্যক্ষ বা আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত এবং সংস্কৃত ভাষায় বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে। টেঙ্গুর হইতে ঘোষবংশে শাব্দিক ভদন্ত সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র, মহামণ্ডলাচার্য্য শ্রীরাহুল ঘোষ, গগন ঘোষ ও তৎপুত্র মহাশাব্দিক সূর্য্যধ্বজ জেতকর্ণ, সিংহবংশে বিদ্যাকর সিংহ, মিত্রবংশে মহাযোগাচার্য্য জগৎ মিত্র, ও পণ্ডিত পুণ্যশ্রী মিত্র, দত্তবংশে উমাপতি দত্তের নাম পাওয়া গিয়াছে।[৮] ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন এবং বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

---

(৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠায় মূল তাম্রশাসন ও বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২[illegible]৬ হইতে ২৫৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(৮) সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রি সম্পাদিত "হাজার বৎসরের বাঙ্গলা গান ও দোহা" দ্রষ্টব্য।

গৌড়াধিপ ১ম মহীপাল প্রায় ৫০ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। উত্তররাঢ়ে বিলাসপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। কেবল উত্তররাঢ় বলিয়া নহে, তাঁহার অধিকারকালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহারই সময়ে প্রায় ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত কতকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং কর্ণাট-ক্ষত্রিয়বংশের কয়েকজন এখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাঢ়ে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তসেন একজন। তিনি রাঢ়দেশে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন।

সামন্তসেন

প্রায় ১০৪০ খৃষ্টাব্দে চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়। তিনি সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পুত্র নয়পালের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। দেশীয় জন সাধারণের কৌশলে দিগ্বিজয়ী কর্ণদেবের উদ্দেশ্য এখানে ব্যর্থ হয়। অবশেষে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের যত্নে উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। মহাবীর কর্ণদেব নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপালকে কন্যাদান করিয়া আত্মীয়তা সংস্থাপন করেন। উত্তররাঢ়ে মুরারই ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে প্রাচীন জনপদ পাইকোড় হইতে সম্রাট্ কর্ণদেবের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে মনে হয়, পালরাজধানী বিলাসপুরের অদূরে অবস্থিত উক্ত পাইকোড় গ্রামে কর্ণদেব কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই-খানেই উভয় নৃপতি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। চেদিপতি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যেখানে তাঁহার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা 'নারায়ণ-চত্বর' নামে পরিচিত। চেদিপতি কর্ণদেব পরম বৈষ্ণব হইলেও এই মিলনস্থানে উভয় পক্ষ উভয়ের আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব মিলনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখানে মৎস্যমাংস দিয়া অদ্যাপি বালগোপালের ভোগ হইতেছে, আবার তুলসীমঞ্জরী দিয়া শিবপূজাও চলিতেছে। এরূপ অপূর্ব্ব পূজা-পদ্ধতি অপর কোথাও দেখা যায় না। বলিতে কি, চেদিপতি এখানে বালগোপালের পূজা প্রচার করিলেও সাধারণে সমৎস্যমাংস পূজা দ্বারা শাক্ত ও বৌদ্ধাচারের স্মৃতি রক্ষা করিয়া-ছিলেন। আজও সেই লোকাচার চলিয়া আসিতেছে।

কর্ণদেব

বৈষ্ণবসম্রাট্ কর্ণদেবের প্রভাবে ও তৎকর্তৃক নানা বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এ অঞ্চলে অনেক অভিজাত বংশ বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে দত্তোপাধিধারী মৌদ্গল্য পুরুষোত্তমের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন দত্তদাসোপাধিক দামোদর এবং তৎপুত্র রামদাস 'দত্ত' উপাধি বর্জ্জন করিয়া কেবল 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে মৌদ্গল্য বংশ-কারিকায় এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়—

"মৌদ্গল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যঃ, তস্মাৎ কবীন্দ্রো কুলকরদত্তঃ॥
তস্মাদ্ দত্তো বিক্রমনামধারী, তস্মাদ্ বিশ্বম্ভরঃ পক্কোজারিঃ॥

ঠাকুরুণ পাহাড়ের বজ্রবারাহী বা মারীচী

তস্মাদ্ গদাধরো নৈকষ্যপক্ষো, তস্মাদ্ দত্তদাসো দামোদরাখ্যঃ।
তস্যাত্মজো কবিরামদাসঃ, সরস্বতী খ্যাতি, ভুবি প্রকাশঃ॥”

রামদাস সরস্বতী হইতে এই বংশ মৌদ্গল্য দাস, বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে—

“হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য নন্দন। দাস বলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন॥”

বলিতে কি, উত্তররাঢ়ে অল্প সময়ের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের আক্রমণে ও প্রভাব বিস্তারে সমাজ ও ধর্ম্মকর্ম্মের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা কয়েক পুরুষ বৌদ্ধাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের কয়েক পুরুষ কেহ বৌদ্ধ, কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব ইত্যাদি নানাপন্থী হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মবিপ্লবের সময় অনেক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ উত্তররাঢ় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে বর্ম্মবংশীয় নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।[৯] সেই ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের সময়ে সামন্তসেনের পৌত্র রাজা বিজয়সেনের অভ্যুদয়। রাজন্যকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, রাজা বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয় গৌড়ে, পরে রাঢ়ে।[১০] কিন্তু উপরোক্ত পাইকোড় গ্রামে কর্ণদেবের শিলালিপির নিকট হইতে রাজা বিজয়সেনের যে লিপি বাহির হইয়াছে, সেই শিলালেখ এবং স্থানীয় পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন হইতে মনে হয়, উত্তররাঢ়ই বিজয়সেনের প্রথম লীলাস্থলী। তাঁহারই মন্ত্রী ও সেনাপতি পাহিদত্তের নামানুসারে ‘পাহিকোট’ বা ‘পাইকোড়’ নাম হইয়াছে। পাহিদত্ত শিলালিপিতে ‘মণ্ডলপাত্র’ উপাধিতে ভূষিত। ইহাতে মনে হয়, তিনি যাঁহার পাত্র ছিলেন, তিনি মাণ্ডলিক ছিলেন। সম্ভবতঃ ঢেক্করীপতি ঈশ্বরঘোষের ন্যায় বিজয়সেনও প্রথমতঃ পালবংশের অধীন মাণ্ডলিক বা সামন্ত-নৃপতি ছিলেন। ক্রমে সমগ্র রাঢ় ও গৌড় অধিকার করিয়া একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের পুত্রই মহারাজ বল্লালসেন। অনাদিবর সিংহ-বংশীয় লক্ষ্মীবরের পুত্র ব্যাসসিংহ। পিতাপুত্র উভয়েই সেনরাজের মন্ত্রী ছিলেন। কিরূপে ব্যাসসিংহ মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কান্দিরাজবাটীর কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

“এমন সিংহের পুত্র রাণা লক্ষ্মীধর। অতি বড় সুপণ্ডিত বৈদিক আচার॥
বেদেতে পণ্ডিত তাঁরে কায়স্থ সকলে। গুরুতুল্য মান্য করি করণগুরু বলে॥
মহাতেজী মহামান্য মহাপরাক্রমী। সিংহপুরেশ্বর তিঁহ সমস্ত ভূস্বামী॥
কদাচিৎ যায় পাল রাজার গোচর। রাজকার্য্য নাহি করে বিষ্ণুভক্তবর॥

---

(৯) রাজন্যকাণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা। এখানে পাদটীকায় ‘তদনু বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে’ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, ‘বরেন্দ্রে’ স্থানে ‘নরেন্দ্র’ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

(১০) ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রশাসন গৃহীতা পীতাম্বর দেবশর্ম্মা ‘মধ্যদেশবিনির্গত উত্তররাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে ‘মধ্যদেশ’ ও মধ্যরাঢ়’ অভিন্নরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম লাগি মনে ভাল নাহি বাসে। বিজয়সেন নামে রাজা বৈদিক বিশ্বাসে॥
মহাপরাক্রমী রাজা জিনে সর্ব্বকারে। বৈদিক আচারিগণে সম্মানিত করে॥
শুনিল সিংহপুরে এক আছে যে ভূপতি। লক্ষ্মীধর নাম তার বিষ্ণুতে ভকতি॥
গঙ্গার উপর থাকি মেলায় সিংহেরে। সিংহভূপ গিয়া তাঁনে নমস্কার করে॥
পরম হরিষে রাজা কৈল আলিঙ্গন। তুমি বড় বিষ্ণুভক্ত পাইনু সন্ধান॥
আমিহ শিবের ভক্ত বেদ অনুগামী। বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইল গৌড়ভূমি॥
কেবল শুনিল তব বৈদিক আচার। বড় সুখী হইলাম চরিত্রে তোমার॥
বৌদ্ধ পালরাজগণে সমরে জিনিনু। পুণ্য সত্যধর্ম্ম আমি প্রকাশ করিনু॥
আমার সহায় তুমি ধর্ম্ম অনুরোধে। অবশ্য হইতে যোগ্য ধর্ম্মেরি বিরোধে॥
তোমার আমার হয় তো বেদধর্ম্ম। পালরাজ-বংশধরে হয় বৌদ্ধধর্ম্ম॥
দুই চারি দিনে উহান রাজ্য কাড়ি লব। তোমারে গুপত কথা বুলিলাম সব॥
এত বুলি মহারাজ বিজয়সেন চলে। বাটীতে আসিলা সিংহ আনন্দ অন্তরে॥
শুনিল গৌড়ে বড় বিপদ রাজার। যুদ্ধে পরাজয় কৈল সেনবংশধর॥
গৌড় রাঢ় হইতে রাজা পালান বরেন্দ্র। বরেন্দ্র আশ্রয় কৈল পাল-নরেন্দ্র॥
কিছুদিন পরে সিংহে বোলায় সেনপতি। গমন করিল গৌড়ে যথা নরপতি॥
দেখি মহাসন্তোষে বসায় নিজ পাশ। নমস্কার করি বৈসে ভূপতি সকাশ॥
তুমি ত পরম বন্ধু বেদ অনুগামী। এ হেতু বিশেষ সন্তুষ্ট হৈয়ে আমি॥
আমার মন্ত্রীর যোগ্য তোমারে বিচারি। গ্রহণ করহ কার্য্য স্বীকার আচরি॥
যোড় হস্তে বুলে সিংহ করি স্তুতি নতি। মম পুত্র যথাযোগ্য ব্যাস নামে খ্যাতি॥
* * * * সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মহা বৈদিক আচারি॥
তাহারে রাখিলে কার্য্য হবে ভালরূপ। মন্ত্রী উপযুক্ত বটে কহিনু স্বরূপ॥
সংসারের রাজকার্য্য সব সেই করে। বিষ্ণুর সেবাতে আমি থাকি নিরন্তরে॥
হাসিয়া কহেন ভাল তাহারে আনি দেহ। এই লোক সঙ্গেতে তাহারে পাঠাহ॥
শুনিয়া ভূপের বাণী লক্ষ্মীধর সিংহ। নৌকা যোগে চলিলেন আপনার গৃহ॥
বাটী গিয়া পুত্র সনে পরামর্শ করি। গৌড়ে পাঠান পুত্রে যতন আচরি॥
নৌকাযোগে ব্যাসসিংহ গৌড়ে পঁহুছিল। উপঢৌকন সহ মহারাজে প্রণমিল॥
বড় উপযুক্ত ব্যাসসিংহ মহাশয়। আদর সম্ভাষ করি সভাতে বসায়॥
মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিল সেই দিনে। নৌকাযোগে পুত্রস্থানে পাঠায় ততক্ষণে॥
বল্লালসেন প্রিয় পুত্রে পত্র লিখিয়া। বিদায় করিল মন্ত্রী সৈন্য সঙ্গে দিয়া॥
রাজধানী পঁহুছিয়া সাক্ষাৎ করিল। সন্তোষে নিযুক্ত হৈল বল্লাল ভূপাল॥
কথায় বুঝিল রাজা উপযুক্ত হয়। কার্য্যের শৃঙ্খলা দেখি হইল সদয়॥
বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারিগণ প্রতি নির্য্যাতন কৈল॥

ভৃগুনন্দী নামে এক কায়স্থ সন্তান। বিশিষ্টরূপ জানি তাঁনে করিয়া সম্মান॥
নন্দীসিংহে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিল। দুই জনে যুক্তি করি কার্য্য আচরিল॥
পরম সদ্ভাবে দুঁহে সর্ব্বকার্য্য করে। নিষেধ কর্ত্তব্য দুঁহে করেন গোচরে॥
অতিগুপ্ত কথা হৈলে নির্জ্জন গৃহেতে। মন্ত্রিদ্বয় সহ যুক্তি করে গোপনেতে॥
যখন চলয়ে রাজা সৈন্যগণ লয়ে। দুই জনে সর্ব্বভার দিয়া ত চলয়ে॥
রাজার স্বরূপ হয়ে সর্ব্ব কার্য্য করে। যথারীতি রাজকার্য্য সম্পাদন করে॥
নানাস্থানে সংগ্রাম হয় উপস্থিত। সৈন্যাধ্যক্ষে ডাকি সৈন্য করয়ে প্রেরিত॥
রণজয় হইলে মন্ত্রী সংবাদ পাঠায়। দুঁহা কার্য্যে বল্লালরাজ সন্তোষ অতিশয়॥
মহারাজ বিজয়সেন প্রাচীন হৈলা। রোগগ্রস্ত হৈয়া তিঁহ নিজগৃহে আইলা॥
পত্র পাঞা বল্লাল আইলা রাজধানী। পিতার চরণ বন্দি বৈদ্যগণে আনি॥
পুছয়ে পীড়ার সব কারণ নিদানং। গ্রহণী হইল রাজার সংশয় জীবন॥
বহুবিধ চিকিৎসায় শান্তি না দেখিয়া। চলিল রাজারে গঙ্গাতীরেতে লইয়া॥
তথায় সজ্ঞানে মৃত্যু হইল রাজার। পিণ্ডদান অগ্নিদান কৌলিক আচার॥
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিধিবৎ করি সমাধানে। চন্দনের কাষ্ঠে চিতা করিয়া সাজনে॥
দাহ কার্য্য তথি করি সমাধান। রাজপুরে আসি শ্রাদ্ধের করে আয়োজন॥
মহাসমারোহে মহাদানসাগর। ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ দানাদি বিস্তর॥
বৃষোৎসর্গ যথারীতি করি সমাধান। গোশালায় করিলেক পরে পিণ্ডদান॥
দীন দরিদ্রগণে ভূরি দান দিল। এইরূপে মহারাজ শ্রাদ্ধ সমাপিল॥
রাজন্যগণেরে বহু মান্য করিঞা। বিদায় করিলা সভে হরষিত হৈঞা॥
ক্রমে বহু দেশ নিজ অধীন করিল। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইল॥
ষষ্ঠীরাজদুহিতা সনে পুত্রের বিভা দিয়া। রাজ্য করয়ে মহা হরষিত হিয়া॥
✓ একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে। বহুদূর গেল বনে সৈন্য করি সাথে॥
সৈন্যগণ বহুদূর পশ্চাতে রহিল। পিপাসায় কাতর মহারাজ হৈল॥
দেখে একস্থানে বনে মনুষ্যের বাস। নীরের কারণে রাজা করয়ে তল্লাস॥
এক অতি অপূর্ব্ব সুন্দরী আছে বসি। অপরূপ রূপ তার বয়সে ষোড়শী॥
তার স্থানে পুছে রাজা জলের কারণ। সঙ্গে করি লয়ে যায় ঝরণার স্থান॥
পরম সুস্বাদু জল পান করিয়া। শীতল হইল রাজা হরষিত কায়া॥
রূপ হেরি নারীর অধৈর্য্য হৈল মন। এ নারী সামান্যা নহে করে অনুমান॥
পদ্মগন্ধ বহে নারীর অঙ্গ হইতে। দেখি মহারাজ অতি হইল বিস্মিতে॥
কাহার তনয়া তুমি কহত সুন্দরী। কোথায় বসতি কিবা নাম তোঁহারি॥
নীচকুলে জনম নাম বিদ্যাধরী। কহয়ে সুমিষ্ট কথা ভুবনসুন্দরী॥
তোমার পিতারে ডাকি আন মম স্থানে। এত শুনি সুন্দরী চলিল নিকেতনে॥

পিতারে কহয় এক ধনী এই বনে। জলের কারণে তেঁহ করে অনুসন্ধানে॥
ঝরণা দেখাএ দিনু জল কৈলা পান। তোমারে ডাকিতে আজ্ঞা কৈল সেইজন॥
এত শুনি কন্যাবাণী তবে সে চলিল। ঘোটক নিকটে রাজা বসি বৃক্ষমূল॥
দেখিল রাজাধিরাজ বল্লাল নৃপতি। প্রণাম করিয়া ভূপে করে স্তুতি নতি॥
জোড় হস্তে দাণ্ডাইয়া কহে ভীত হয়ে। কি আজ্ঞায় এ অধমে আনেন ডাকাইয়ে॥
যে আজ্ঞা করহ রাজা সেই সে করিব। যেবা দ্রব্য প্রয়োজন তাহা আনি দিব॥
শুনি বাণী কহে রাজা দিবা তো নিশ্চয়। পরাণ ত্যজিতে পারি কহিনু নিশ্চয়॥
কত্ত টাকা হৈলে তব সংসার চলিবে। যাহা তোমার প্রয়োজন আমারে কহিবে॥
এক কথা বলি তোমায় মোর কথাটি রাখিবা। এই কন্যাটিকে তুমি মোরে দান দিবা॥
* * * * আমার মহিষী করি রাখিব ভবনে॥
শুনি কহে নরনাথ আমি হীন জাতি। এ কন্যা লইলে প্রভু অপযশ অতি॥
পৃথিবীর পতি হে আপনি নরেশ্বর। এরূপ অযোগ্য বাক্যে কাঁপয়ে অন্তর॥
কোন ভয় নাহি তব আমি মহীপতি। ভয় না করিহ দেহ আমার সংহতি॥
যে আজ্ঞা করিলা নৃপ দিব এইক্ষণ। স্বীকার করিল সেই নৃপের সদন॥
দোলা পাঠাইব তুমি সঙ্গে লই যাবা। যাহা চাহ তাহা দিব তখনি পাইবা॥
বলি বাণী নৃপমণি ঘোটকে চড়িল। সৈন্যের নিকটে গিয়া উপনীত ভেল॥
ডাক দিয়া সৈন্যগণে বলে নৃপবর। দোলাসহ দোলাবাহী আনি মম গোচর॥
তখনি চলিল ছুটে সৈন্য একজন। ঘোটক উপরে সেহ করি আরোহণ॥
আনিল দোলাসহ বাহক বার জন। আনাইল যুবতীরে করিয়া যতন॥
সঙ্গে করি লইয়া চলিলা রাজনে। স্বতন্ত্র বাটীতে তারে রাখেন যতনে॥
তাহার পিতারে করি সেই বনেশ্বর। বহু অর্থ দিল তারে বল্লাল নরবর॥
* * * * সন্তোষে বিদায় হয়ে গেল নিজ পুরী॥
যাইবার কালে তারে কহিল রাজন। মধ্যে মধ্যে আসি মোরে দিবা দরশন॥
ক্রমে ক্রমে সেই কথা হইল প্রকাশ। রাজ্য ভরি নৃপতির হইল অপযশ॥
এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজার হইল প্রণয়। দিবানিশি সে সন্ন্যাসী থাকেন তথায়॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব কথা প্রকাশ হইল। দুর্নাম রটিল শুনি লক্ষ্মণসেন গেল॥
নির্জ্জনে অনেক কথা পুত্র সনে হেল। নমস্করি পিতৃপদে স্বস্থানে চলিল॥
কুমার থাকিতে নারে কলঙ্কের ভয়। গৃহত্যাগ করি কুমার নবদ্বীপ যায়॥
তথায় রহিল পুত্র পিতা থাকেন স্ববাসে। রাজার চরিত্রে সর্ব্বজনগণ হাসে॥
একদিন দুই মন্ত্রী যুকতি করিয়া। কহিল রাজারে শ্লেষে সঙ্কেত করিয়া॥
মুখে কিছু নাহি বুলে কুপিত অন্তর। মনে মনে মহা ক্রোধ মন্ত্রিদ্বয়ের উপর॥
একদিন সভায় ভৃগুনন্দী মন্ত্রিবরে। অপমানরূপে নানা ভর্ৎসনা করে॥

পাইকোড়ের চতুর্ভুজ লোকেশ্বর

সেইকালে ব্রাহ্মণগণের কুলের উপর। হস্তক্ষেপ করে রাজা ঈর্ষাযুক্তান্তর ॥
কেহ না বুঝিল কথা কিবা হিতাহিত। রাজার বাক্য বিপ্রগণ করে অনুমোদিত ॥
বিপ্রগণের তহি কুল বিচারিয়া। ছোট বড় করি দিল বাছিয়া বাছিয়া ॥
রাঢ়ীশ্রেণীর বিপ্রগণের কুলবদ্ধ হইল। শ্রেণীবিভাগ তবে করিতে লাগিল ॥
কায়স্থ সকলে ডাকি কুলবদ্ধ করে। তাঁহার অন্তরভাব না হয় প্রচারে ॥"

গৌড়াধিপ বল্লালসেনের বিস্তৃত পরিচয় রাজন্যকাণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলিতে কি, এই বল্লালসেনের সময়েই বর্ত্তমান উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সূচনা হয়।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"আদিশূরাৎ বল্লালপর্য্যন্তং পঞ্চকরণযূথে একাবলী ধারা।
তেনৈবৈকাবলী ধারা দ্বিতীয় কুলবর্জ্জিতঃ ॥"

কুলপঞ্জিকার এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে মনে হয়, রাজা বল্লালের সময় পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ীয় পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট কুলপ্রথা ছিল না। তাঁহারা পরস্পর আদানপ্রদান করিতেন, এইরূপ এক ধারা প্রচলিত ছিল।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় পাওয়া যায়—

"শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু পান। নন্দী আদি করি দেখা আটে যূথ মান ॥
শূর সেন দেব নাগ কুণ্ড বিষ্ণু মূল। পঞ্চকুল নিবারিল ভঙ্গ যূথ কুল ॥"

এই বচনানুসারে মনে হয় শূর, সেন, দেব, নাগ, কুণ্ড, বিষ্ণু, পাল ও নন্দী এই ৮ ঘরের সহিতও পূর্ব্বে আদান প্রদান চলিত ছিল। শূর, সেন, দেব, নাগ, কুণ্ড ও বিষ্ণু ইহারা এখানকার মূল কায়স্থ। নিরাবিল পঞ্চকুলের মধ্যেও অনেকে তাঁহাদের সহিত কুলকার্য্য করিয়া ভঙ্গ হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক সময়ে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে বাৎস্য সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, মৌদ্গল্য দত্ত বা দাস, বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্যপ দত্ত, শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপ দাস, মৌদ্গল্য কর, ভরদ্বাজ সিংহ, এই ৯ ঘর, এতদ্ভিন্ন শূরসেনাদি অষ্ট ঘর মোট ১৭ ঘরের মধ্যে আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। কিরূপে এই সর্ব্বদ্বারী বিবাহপ্রথা বিলুপ্ত হইল, কি কারণে এই সমাজ ক্ষুদ্র সীমামধ্যে পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিলেন ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া গণ্য হইলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পর অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইবে।[১১]

---

(১১) যদুনন্দনের ঢাকুর নামক বারেন্দ্র কুলপঞ্জী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তার পরে পঞ্চ ঘরে হইল উপনীত।
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান। প্রাণপণে কুলক্রিয়া করিয়া প্রধান ॥
যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা। নয়শ চুরানব্বই শকে না ছিল একদা।"

যদুনন্দন 'সপ্তদশ ঘর' মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ১৭ ঘরের নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে এই ১৭ ঘরের নাম পাইতেছি। বলা বাহুল্য, ৯৯৪ শক অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১৭ ঘরে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল, কারণ তখনও বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রচলিত হয় নাই।